ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪২, ১৪৩১/২০২৪, ৯১-১০৮
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4206

অশ্বিনীকুমার দত্ত: অবিভক্ত বাংলার বরিশালের রাজনীতির প্রাণপুরুষ

সৈয়দ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: Aswini Kumar Dutta (1856-1923) was a pioneer of Bengal Renaissance and one of the greatest heroes in the fight against British rule. He was a teacher, patron of education, social reformer, lawyer, author, politician, philosopher and spiritualist. His generosity and secularism made him an unparallel leader of eastern Bengal. His political career started with joining the Indian National Congress (1886). He greatly contributed to as a leader in the Swadeshi Movement in Barisal. Later he played a key role in forming Swadesh Bandhab Samiti, organizing the Bengal provincial conference in 1906, Khilafat and Non-cooperation movements and the Steamer strike. He was elected the first President of Barisal District Congress (1921). He initiated and expanded nationalism, non-communal national politics, humanism and many other benevolent activities. Aswini Kumar was fluent in a number of languages like English, Bangla, Persian, Gurumuki and so forth. He was a great orator. Aswini Kumar Dutta, a multi-talented person and earnest worker, was not only a leader of Barisal but also a popular leader of undivided Bengal. The aim of this article is to evaluate the career of this great man and his role in contemporary politics and society.

Key Words: Sadharan Dharmasabha, Brojomohun Institute, Barisal Hitaishi, Swadeshbandhav Samiti, Steamer Strike

ভূমিকা

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত বাংলার সমাজ-রাজনীতির ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত, যিনি নিজ কর্ম গুণে জীবিতাবস্থায় কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। এই প্রবাদপুরুষ সমগ্র জীবন সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাখরগঞ্জে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলে স্বদেশি ভাবধারা প্রচার করেন। এই আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, ধর্ম ও শিক্ষার সংস্কারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে স্বদেশি আন্দোলনের যুগ থেকেই তিনি বরিশাল তথা বাংলার অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। বরিশাল জেলার সব আন্দোলন-সংগ্রামের অগ্রভাগে ছিলেন তিনি। অশ্বিনীকুমার অন্য কোনো বিখ্যাত নেতার মত শুধু বক্তৃতার উপর নির্ভর না করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে সর্বতোভাবে প্রসারিত করার কর্মে ব্রতী ছিলেন। তিনি লেখনী,

গান ও কবিতার মাধ্যমে দেশপ্রেম ও মৈত্রীর ভাবনা ছড়িয়ে দেন এবং দেশাত্মবোধের মন্ত্রে বাঙালিকে দেন নতুন দীক্ষা। অশ্বিনীকুমারের উৎসাহে বরিশালে মফিজউদ্দিন বয়াতি, মুকুন্দদাসসহ অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী বহু স্বদেশি বিপ্লবাত্মক গান, কবিতা ও নাটক রচনা করেন।[১] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা বেশি থাকা সত্ত্বেও বরিশালে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কেও কোনো অবনতি ঘটেনি, কোনোরকম দাঙ্গা-সংঘাত সৃষ্টি হয়নি। অশ্বিনীকুমার বরিশালের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আস্থায় নিতে পেরেছিলেন।[২] অশ্বিনীকুমারের মেধা, প্রজ্ঞা, যোগ্য নেতৃত্ব এবং উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এটি সম্ভব হয়েছিল। আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র গঠনের মোহে তিনি আচ্ছন্ন হননি, বরং নিজস্ব দেশাত্মবোধের পরম্পরার বিকাশ ঘটিয়ে, সাধারণ মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে জাতি গঠন তথা জাতীয় মুক্তি তাঁর কাম্য ছিল। কোনো একজন মানুষের জন্য বাখেরগঞ্জ অঞ্চলের চেহারাই আমূল পাল্টে যেতে পারে এমন বিস্ময়কর অথচ সত্য ঘটনার জন্ম দিয়েছিলেন অশ্বিনীকুমার। বস্তুতপক্ষে অশ্বিনীকুমারের অবস্থান ছিল তাঁর জেলায় মুকুটহীন রাজার মতো। মাসাইয়ুকি উসাদা যথার্থই লিখেছেন –

> Aswinikumar Datta was a saintly political leader. He is regarded as a champion of revolutionary movement....there is no room for doubt about the fact that the Swadeshi Movement was most effectively organized and developed in Bakarganj under the strong leadership of Aswinikumar Datta.[৩]

পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন

অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৮৫৬ সালের ২৫ জানুয়ারি তৎকালীন বরিশাল জেলার পটুয়াখালী মহকুমার বাটাজোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ব্রজমোহন দত্ত কর্মজীবনে বিচারক ছিলেন। ধর্মীয় গোড়ামি ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সকল ধর্মের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। ব্রজমোহন ছিলেন বরিশাল ধর্মরক্ষিণী সভার প্রথম সভাপতি। তিনি ছিলেন মহৎ জীবনাদর্শ-অনুসারী মানবতাবাদী ন্যায়পরায়ণ এবং স্বাধীনচেতা একজন মানুষ। পুত্র অশ্বিনীকুমার দত্তের মধ্যেও এ স্বভাব-চরিত্র দেখা যায়। পিতার চাকরির সূত্রে অশ্বিনীকুমারকে শৈশবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করতে হয়েছে। তিঁনি ১৪ বছর বয়সে রংপুর স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন।[৪] এরপর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে এফ. এ. পাশ করেন। শৈশবকাল থেকে অশ্বিনীকুমারের মধ্যে যে ধর্মভাবের উন্মেষ ঘটেছিল, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তা আরো প্রবল হয়ে উঠে। পিতার কাছে থেকে তিনি নানাবিধ ধর্মশাস্ত্র ও ভগবদ্ বিষয়ক দীক্ষা লাভ করেন। অনেকগুলো ভাষাও শিখেন। বাবার আদেশে এই সময়ে তিনি এলাহাবাদে 'প্লীডারসিপ' পড়তে যান এবং পাশ করেন। এলাহাবাদে কিছুদিন ওকালতি করেন। পরবর্তীতে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ১৮৭৮ সালে বি. এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৭৯ সালে

ইংরেজিতে এম. এ. পাশ করেন। কলেজে পড়ার সময় তাঁর বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ এবং ইংরেজির উপর দক্ষতা অধ্যাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অশ্বিনীকুমার শৈশব থেকেই ধর্মের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বিভিন্ন ধর্মের ও বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়তেন। এসময়ে তিনি রামতনু লাহিড়ী ও রাজনারায়ণ বসুর ঘনিষ্ঠ হন। তাঁদের চিন্তাধারা, জীবনাচরণ ও চারিত্রিক গুণাবলী অশ্বিনীকুমারকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। সব ধর্মের প্রতি অশ্বিনীকুমার সমান শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। অশ্বিনীকুমারের জীবনীকার শরৎকুমার রায় লিখেছেন-

> বন্ধুরা অনেক সময় ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেন-অশ্বিনী বাবু ইব্রাহিম ধর্মাবলম্বী। অর্থাৎ ইশার ভক্ত, ব্রাহ্ম ধর্মে অনুরাগী, হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা করেন, একেশ্বরবাদী মসলেমদের ধর্মেরও প্রশংসা করিয়া থকেন। তাঁহার এই সর্ব্বধর্ম্মনুরাগ ব্রহ্মনন্দ কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিশেষতঃ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সংসর্গ হইতে পাইয়া থাকিবেন।[৫]

অশ্বিনীকুমার যুবক বয়স থেকে বরিশালের মানুষের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি অসুস্থ, আর্ত, বিপন্ন মানুষের পাশে সবসময় ছুটে যেতেন। যুবসমাজকে সংগঠিত করে তাদের মধ্যে সুনীতি ও ধর্মানুরাগ জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তাই ১৮৮২ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে যশোরে তিনি সাধারণ ধর্মসভা স্থাপন করে নিজে সেখানে উপাসনা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন। এই ধর্মসভায় একজন ইউরোপীয় ধর্মযাজক খ্রিস্ট ধর্ম, একজন সনাতনী পণ্ডিত হিন্দুশাস্ত্র ও মৌলভী সাহেব ইসলাম ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন এবং নিজ নিজ ধর্ম প্রচার করতেন।[৬] এই বৈশিষ্ট্যের কারণে ধর্মসভা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বদেশি আন্দোলনের সময় অশ্বিনীকুমার যে স্বদেশবান্ধব সমিতি স্থাপন করেছিলেন তার বীজ এই ধর্মসভার মধ্যে নিহিত ছিল। মানুষের সেবার জন্য ধর্ম, ভাষা, বিত্ত ও সমাজে অবস্থান এসব কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত হননি অশ্বিনীকুমার। মহামারীর সময় নিজ হাতে মুসলমান ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষকে সেবা দিয়েছেন। যানবাহন না পেয়ে নিজে পিঠে করে রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছেন।[৭] অশ্বিনীকুমার এম. এ. পাশ করার পর কিছুদিন শ্রীরামপুরের নিকটস্থ চাতরা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। তরুণ প্রধান শিক্ষকের ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষকতার ফলে ছাত্রদের মধ্যে চিত্তাকর্ষক ও লোকহিতকর নতুনভাব সঞ্চারিত হয়। এসময় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে থেকে বি. এল. পরীক্ষাতে উর্ত্তীণ হন। বাংলা ১২৮৩ সনের ১২ বৈশাখ প্রসিদ্ধ কুলীন কায়স্থ চন্দ্রকুমার রায়ের কন্যা সরলাবালাকে বিয়ে করেন অশ্বিনীকুমার। অশ্বিনীকুমারের কোন সন্তান ছিল না।

প্রাক-স্বদেশীযুগে অশ্বিনীকুমারের তৎপরতা

অশ্বিনীকুমার বি. এল. পাশ করার পর ১৮৮০ সালে বরিশালে এসে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনিই বরিশালের প্রথম এম. এ. বি. এল. ডিগ্রিধারী উকিল। তিন বছরের মধ্যে তিনি বরিশালের প্রথম শ্রেণির আইনজীবীতে পরিণত হন। আইন ব্যবসায়

তিনি সফলতা অর্জন করলেও দীর্ঘস্থায়ীভাবে তা চালিয়ে যেতে পারেন নি। কারণ সকল বিষয়ে সত্য ভাষণ করতে গেলে মক্কেল মামলায় হেরে যেত। আবার ছল চাতুরী বা মিথ্যা ভাষণে তাঁর অন্তরাত্মা বেদনাহত হত। তাই তিনি আইন ব্যবসা ছেড়ে দেন।[৮] অশ্বিনীকুমার যখন বরিশালে আইন ব্যবসা শুরু করেছিলেন তখন বরিশালে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। এসময় তিনি সমাজে নানাবিধ দুর্নীতি, অসামাজিক কার্যকলাপ, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং জনসাধারণের দাবি আদায়ের জন্য কিছু উৎসাহী যুবককে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন বরিশাল জনসাধারণ সভা। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগেই এই সংগঠনের জন্ম হয়। সেসময়ের সর্বাপেক্ষা নামি ও সর্বোচ্চ শিক্ষিত আইনজীবী প্যারীলাল রায় ছিলেন এই সভার সভাপতি এবং অশ্বিনীকুমার ছিলেন সম্পাদক। অশ্বিনীকুমার এই সভার হয়েই বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে বক্তৃতা করে দেশের কথা প্রচার করতেন। এর কয়েকটি শাখাও স্থাপিত হয়েছিল। ফলে বরিশালের মানুষের মনে রাজনৈতিক সচেতনতার উন্মেষ এবং সেই সাথে অশ্বিনীকুমারের সাথে সর্বস্তরের মানুষের জনসংযোগ স্থাপন সংগঠনের মাধ্যমে হয়েছিল। অশ্বিনীকুমার যখন বক্তৃতা করতেন, তখন বক্তৃতার পূর্বেই ঢাক ও ঢোলের সঙ্গে কিছু সংগীত গাওয়া হত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। তিনি রাজনীতিতে সংগীতের প্রবর্তন করার পরিকল্পনা ব্রাহ্মসমাজের নগর সংকীর্তন থেকে গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে Indian Association যখন ব্যাপকভাবে গ্রামের জনসাধারণের কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করে, তখন অশ্বিনীকুমার প্রবর্তিত রাজনৈতিক প্রচারে গানের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠে।[৯] এসময় তিনি রচনা করেন *ভারতগীতি* [১০] নামে জাতীয় সংগীতের একটি বই। ভারতগীতির যে দশটি গান বহুল প্রচলিত, তার মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা করে তিনটি গান ও বাঙালি চরিত্র বিশেষ করে বাবুদের সমালোচনা করে দুইটি গান। স্বদেশি পণ্য ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে দুইটি গান এবং মাতৃভূমির মুক্তির জন্য হিন্দু-মুসলমান মিলনের আহ্বান জানিয়ে তিনটি গান রয়েছে।[১১] এতে স্পষ্ট অশ্বিনীকুমার দেশের দুর্দশার জন্য শুধুমাত্র বিদেশিদের দায়ী না করে নিজেদের মধ্যেও যথেষ্ট ত্রুটি লক্ষ করেছেন এবং দেশের পুনর্জাগরণের জন্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণের উপর জোর দেন।

১৮৮৬ সাল থেকে বরিশাল জনসাধারণ সভা কংগ্রেসের প্রদর্শিত পথে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেয়।[১২] সে বছর জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়, তাতে অশ্বিনীকুমার ডেলিগেট এবং অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।[১৩] ১৮৮৭ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনেও জনসাধারণ সভার প্রতিনিধি হিসেবে অশ্বিনীকুমার যোগদান করেছিলেন। উক্ত অধিবেশনে তিনি স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে বরিশাল থেকে ৪০,০০০ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলেন।[১৪] অশ্বিনীকুমারের এই স্বাক্ষর সংগ্রহ তাঁর আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির পরিচায়ক নয় বরং জনসংযোগের স্মারক। ১৮৮৬ সাল থেকে গ্রামে গ্রামে সভা আহ্বান করে স্বাক্ষর

সংগ্রহ করতে গিয়ে অশ্বিনীকুমার উপলব্ধি করেছিলেন যে, নিরক্ষর চাষীদেরও জটিল রাজনৈতিক সমস্যা বুঝবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, জনগণের মুক্তির জন্য সমাজের মানুষের কাছে যেমন যেতে হবে, তেমনি সামাজিক বিপ্লবের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে নিপীড়নকারী রাষ্ট্র ও তার ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে। সেসময় রাজনীতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিধির ভেতর ছিল, সাধারণ মানুষের কাছে যেতে পারেনি।[১৫] ১৮৯০-১৯০০ এই দশকে অশ্বিনীকুমার কংগ্রেসকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রথমদিকে একমাত্র সম্মেলন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া কংগ্রেসের অন্য কোনো ভূমিকা ছিল না। কংগ্রেসের এই জনসংযোগহীনতার কারণে অশ্বিনীকুমার ১৮৯৭ সালে কংগ্রেসের অমরাবতী অধিবেশনে বলেন-

> সারা বৎসর ধরে আন্দোলন করে মহাসমিতির বাণী পল্লীবাসীর মনে মুদ্রিত করে দিতে না পারলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হতে পারে না। বৎসরে তিন দিন কংগ্রেস করে সে উপলক্ষে স্থানে স্থানে সভা করে দেশের যথার্থ উন্নতি হবে না। ইহা তামাসা মাত্র।[১৬]

লর্ড রিপন কর্তৃক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের পর ১৮৮৫ সালে বরিশাল পৌরসভার নির্বাচন শুরু হয়। এই পৌরসভার জন্মলগ্ন থেকেই অশ্বিনীকুমার কখনো পৌর বোর্ডের সদস্য, কখনো ভাইস চেয়ারম্যান, কখনো চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে বরিশালের জনজীবনে সর্বতোভাবে যুক্ত থেকেছেন এবং তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও সেবার মাধ্যমে বরিশালকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৮৭ সালে বাখেরগঞ্জ জেলায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড গঠিত হয়।[১৭] বরিশালের জনজীবনে অশ্বিনীকুমারের সবচেয়ে বড় অবদান ব্রজমোহন স্কুল এবং পরবর্তী সময়ে কলেজ স্থাপন। ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন অশ্বিনীকুমার পিতার নামে ব্রজমোহন স্কুল স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠার সময় স্কুলের ছাত্র ছিল ৮৪ জন।[১৮] ১৮৮৫ সালের ৩১ মার্চ তা এসে দাঁড়ায় ৪৪২ জনে। স্কুলটি শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং শিক্ষাগত উৎকর্ষে ক্রমেই এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নেয়। তাই ১৮৮৯ সালে ব্রজমোহন স্কুলকে কলেজে উন্নীত করা হয়।[১৯] ব্রজমোহন স্কুল ও ব্রজমোহন কলেজকে একত্রে ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন নামে অভিহিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে *District Gazetteers*-এ উল্লেখ আছে-

> The college was established by Babu Aswini Kumar Dutta, the foremost man in the district in his time...The then Governor of Bengal Sir John Woodborn wrote in praise of the College: “This mofussil College promise some day to challenge the supremacy of the Metropoliton (Presidency) College”. [২০]

অশ্বিনীকুমার কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠন এবং তাদের পরিপূর্ণ মানুষ করে গড়ে তোলাও

ছিল এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। সত্য, প্রেম, পবিত্রতা ছিল বি. এম. স্কুলের ছাত্রদের জীবনের দীক্ষামন্ত্র।[২১] বি. এম. কলেজের পরিবেশ এমন ছিল যে, এক সময় সেখানে পরীক্ষার হলে কোনো তত্ত্বাবধায়ক লাগতো না। ছাত্ররাই শিক্ষক রুমে গিয়ে প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষকের রুমে উত্তরপত্র পৌঁছে দিত।

ছাত্রদের মধ্যে ঐক্য, মৈত্রী, দয়া, পরোপকার, সেবা, দেশের প্রতি ভালোবাসা এসব গুণাবলি তৈরির জন্য অনেক সমাজকল্যাণ সমিতি গঠন করা হয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক নিয়ে যেসব সমিতি গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- Little Brothers of the Poor, Friendly Union, Band of Hope, Band of Mercy, Fire Brigade, Debating Society, Sporting Club, Fine Arts Society, Band of Labourers ইত্যাদি।[২২] এই সংগঠনগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল Little Brothers of the Poor বা দরিদ্রবান্ধব সমিতি। কারণ অশ্বিনী দত্তের নেতৃত্বে এরা অতি নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, অসুস্থ মানুষের পাশে সেবাদীপ জ্বেলে সদাজাগ্রত প্রহরীর মতো অবস্থান করতো। দরিদ্রবান্ধব সমিতিতে অশ্বিনীকুমার প্রতি সপ্তাহে যে বক্তব্যগুলো দিতেন সেগুলো পরে সংকলন করে ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়।[২৩] স্কুল কর্তৃপক্ষ শুধু ছাত্রদের পড়াশুনা দেখতেন না, তাদের আচার-আচরণ ব্যবহারও দেখতেন, স্কুলের ভিতর এবং বাইরে। শিক্ষকরা স্কুল শেষ হবার পরে শহরের রাস্তাঘাট ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করতেন যেন ছাত্ররা মন্দ আচরণ করতে না পারে। তাছাড়া ইনস্টিটিউশনের দীর্ঘ অবকাশের আগে শিক্ষক ও ছাত্ররা মাঠে একত্রিত হয়ে অবকাশের সময় নিজেদের গ্রামে কী করা কর্তব্য সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। ছাত্ররা যেন নিজ গ্রামে নানা রকমের হিতসংস্থা গড়ে তুলতে পারেন তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তাদের গতানুগতিক জীবন অত্যন্ত সরল ছিল, তাদের পরনে ছিল অতি সাধারণ মোটা পোশাক, খাওয়া-দাওয়ায় বিলাসিতার কোনো চিহ্ন ছিল না। তারা নিয়মানুবর্তী জীবনযাপন করতেন। তাই বরিশালের লোকেরা তাদের B M Moralist বলে অভিহিত করতেন।[২৪] সত্য, প্রেম, পবিত্রতা এই উদার আদর্শে অনুপ্রাণিত B M Moralist'রা পরবর্তীতে শিক্ষক হয়ে বাখেরগঞ্জ তথা পূর্ববঙ্গে তথা সারা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং এই ভাবে বি. এম. স্কুলের শিক্ষা পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে আরো ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে।

এই বি. এম. স্কুল এবং কলেজ বরিশাল জেলার অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে, যা ব্রিটিশ সরকারের মাথাব্যাথা হয়ে দাঁড়ায়। তাই সরকার স্কুলের অনুমোদন বাতিল করতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্কুলটি পরিদর্শন করে বাতিলের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত দেন। অধ্যাপক কানিংহ্যাম বি. এম. স্কুল পরিদর্শন করে বিস্মিত হয়ে লিখেছিলেন, "বঙ্গদেশে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের মতো উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় থাকতে বাঙালি ছাত্ররা অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজে বিদ্যাশিক্ষার জন্য কেন যায় আমি বুঝি না।"[২৫] বরিশালের ছাত্র

ও যুব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে অশ্বিনীকুমার মানুষের সেবাব্রতে নিয়োজিত হয়েছেন, অন্যদিকে মানুষকে রাজনৈতিকভাবে কংগ্রেসের বক্তব্য ও কর্মে, দেশব্রতে সচেতন করে তুলেছেন। এসময় অশ্বিনীকুমার পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। দুই জমিদার উপেন্দ্রনাথ সেন ও অবিনাশচন্দ্র গুহ এবং অশ্বিনীকুমার প্রত্যেককে এক কণ্ডে তিন হাজার টাকা দিয়ে ১৯০০ সালে ন্যাশনাল মেশিন প্রেস নামে একটি মুদ্রণ যন্ত্র ক্রয় করেন।[২৬] এই মুদ্রণযন্ত্র থেকে *সাপ্তাহিক বিকাশ* এবং পরবর্তীতে *স্বদেশী* নামে আরো একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এভাবে বরিশাল রাজনীতি সচেতন জেলায় পরিণত হয়েছে।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অশ্বিনীকুমার

১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গের সরকারি প্রস্তাব আলোচনায় আসার পর থেকে কলকাতার পাশাপাশি পূর্ববাংলার জনগণও এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়।[২৭] এ অঞ্চলের মানুষ আসামের মতো অনুন্নত এলাকার সাথে সংযুক্ত হতে আগ্রহী হয়নি। তাদের ধারণা, তারা কলকাতার উন্নত প্রশাসনের আওতায় যে সুবিধা পাচ্ছে সেটি থেকে বঞ্চিত হবে।[২৮] এসময় পূর্ববঙ্গে দুই হাজারেরও বেশি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বরিশালসহ বাংলার বিভিন্ন মসজিদে প্রার্থনা সভা করা হয়েছিল। অনেক মুসলিম জমিদার স্থানীয় প্রজাদের নিয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সভা করেছেন।[২৯] এসব সভাতে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বক্তা থাকত। এসময় বরিশালের আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন অশ্বিনীকুমার। তিনি জানতেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলন ছাড়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে জয় সম্ভব না। তাই তিনি আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরি করতে চেয়েছিলেন। ১৯০৫ সালের মে মাসে ইসমাইল হোসেন সিরাজী নামে সিরাজগঞ্জের এক স্বদেশপ্রেমী যুবককে নিয়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালে বেশ কয়েকটি সভা করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রচারণা চালান।[৩০] বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা তৈরির চেষ্টা করা হয়। এসময় জনমত গঠনের জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এগিয়ে আসে বিশেষ করে *বরিশাল হিতৈষী* [৩১] গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পত্রিকাটি অশ্বিনীকুমারের পরামর্শে বিলেতি দ্রব্য বর্জনের জন্য জনগণকে আহ্বান জানায়।[৩২] এই আন্দোলন ক্রমেই স্বদেশি আন্দোলনে পরিণত হয়। এসময় বরিশালে প্রবীণদের নিয়ে নেতৃসংঘ এবং যুবকদের নিয়ে কর্মীসংঘ গঠিত হয়। কর্মীসংঘের যুবকরা বরিশালে রাজপথে, হাট-বাজারে বক্তৃতা করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী জনমত তৈরি করতে সচেষ্ট হন। অশ্বিনীকুমার প্রবীণ দলটির সাথে সরাসরি কাজ করতেন এবং কর্মীসংঘের পরামর্শদাতা ছিলেন। প্রবীণসংঘ *অনুরোধপত্র* নামে একটি পুস্তিকা বরিশাল জেলার সর্বত্র প্রচার করে। পুস্তিকাটিতে বিদেশি দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করতে অনুরোধ করা হয় এবং বিরোধ মিমাংসার জন্য গ্রাম্য সালিশী সভা গঠনের কথাও বলা হয়। গ্রাম্য সালিশী সভায় মামলা মীমাংসিত হতো বলে সরকারি আদালতের আয় কমে যায় ফলে ব্রিটিশ সরকারের চাপে আন্দোলনকারীরা পুস্তিকাটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।[৩৩] বঙ্গভঙ্গের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার (১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই) পর থেকে বরিশালে সভা, সমিতি এবং বক্তৃতার বন্যা শুরু হয়ে যায়।[৩৪] ২৩

জুলাই বি. এম. স্কুল মাঠে দীনবন্ধু সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিশাল সভায় হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে। সভায় অশ্বিনীকুমার তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে আহ্বান জানান। সভায় মুসলিম নেতাদের মধ্যে বিশিষ্ট জমিদার ঈসমাইল চৌধুরী বঙ্গভঙ্গের সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন।[৩৫] ১৯০৫ সালের ৬ আগস্ট বরিশালের স্বদেশি আন্দোলনকারীরা একত্রিত হয়ে স্বদেশবান্ধব সমিতি গঠন করে।[৩৬] অশ্বিনীকুমার দত্ত হলেন এই সমিতির সভাপতি। জেলার বিভিন্ন স্থানে সমিতির ১৫৯টি শাখা স্থাপন করা হয়। প্রতিটি শাখাতে পঞ্চাশ জন করে স্বেচ্ছাসেবক থাকতেন। স্বদেশি বাণী প্রচারের জন্য দুইজন করে হিন্দু ও মুসলমান প্রচারক নিয়োগ দেয়া হয়। প্রচারকগণ গ্রামে গ্রামে সভা করে জনগণকে স্বদেশের বাণী শোনাতে লাগলো। স্বেচ্ছাসেবকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগলো প্রেরণাদায়ী সংগীত-

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীন-দুখিনী মা যে মোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই। [৩৭]

এভাবে অল্পদিনের মধ্যে সর্বস্তরের জনতার কাছে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশির বার্তা পৌঁছে যায়। বরিশালের চকবাজারের পূর্বদিকে হাটখোলায় প্রতি হাটবারে বক্তৃতা হতে লাগলো। পাঁচ-সাতজন বক্তা নিয়মিত তিন-চার ঘণ্টা করে বক্তব্য দিতেন। শহরের বিভিন্ন মোড়, রাজা বাহাদুরের হাবেলী, মদনমোহন আখড়ার সামনে নিয়মিত জনসভা হতে লাগলো। এসমস্ত সভায় অশ্বিনীকুমারসহ অন্যান্য স্বদেশি নেতারা বক্তব্য করতেন। ছাত্রদের অংশগ্রহণ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। ১৯০৫ সালের ১০ অক্টোবর সরকার 'কার্লাইল সার্কুলার' [৩৮] জারি করে ছাত্রদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে। এসময় বরিশালে ছাত্রদের পাশ দাঁড়ান অশ্বিনীকুমার। তিনি ঘোষণা করেন যে, সকল ছাত্রকে স্বেচ্ছায় স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিবে তাদের ভার তিনি নিজে নিবেন। তাঁর ঘোষণায় বি. এম. স্কুল এবং কলেজের ছাত্র শিক্ষকসহ বহুলোক স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দেয়। এরই মধ্যে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করে।[৩৯] সে দিন সারা দেশে ধর্মঘট পালিত হয়। বরিশালের হাট-বাজারে বিদেশি পণ্য বিক্রি না করার জন্য অশ্বিনীকুমার হাটের মালিকদের চিঠি লিখলেন। স্বদেশি প্রচারকগণ হাটে-বাজারে লোকের পায়ে ধরে অনুনয়-বিনয় করে বিলেতি দ্রব্য বর্জনের সম্মতি আদায় করতেন। এই সমিতির মাধ্যমে বরিশাল জেলার মৃতপ্রায় কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।[৪০] এই ভাবে বিদেশি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশি দ্রব্যের ব্যবহার গণ আন্দোলনে রূপ নেয়। স্বদেশির সময় বরিশালে এক ছটাক বিলাতি নুন কিংবা এক বিঘত বিলাতি কাপড়ও বাজারে পাওয়া যেত না। জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে পর্যন্ত বিলাতি নুন, বিলাতি চিনি, ও বিলাতি কাপড় কিনতে হলে, অশ্বিনীকুমারের অনুমতি নিতে হত।[৪১]

এই আন্দোলনের সময় কিছু কিছু জায়গায় লবণের নৌকা ডুবিয়ে দেয়া, হাটে বিলেতি কাপড় ও লবণের দোকানে অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটে।[৪২] তবে অশ্বিনীকুমার কখনই ধ্বংসাত্মক পথে স্বদেশি আন্দোলনকে পরিচালিত করতে চাননি। স্বদেশি আন্দোলনের সময় অশ্বিনীকুমার আন্দোলনের পাশাপাশি গঠন নীতির দিকেও মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি দেশবাসীকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বদেশি ও সালিশ - এই চারটি বিষয়ে স্বাবলম্বী হবার জন্য আহ্বান জানান। শুধু কথাতেই নয়, অশ্বিনীকুমার যা বলতেন তা নিজেও পালন করতেন, এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। অন্তত ২০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বদেশবান্ধব সমিতি দ্বারা গঠিত হয়েছিল, যে সূত্রে তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।[৪৩] তিনি দেশের দুর্দশার জন্য শুধু বিদেশিদের দায়ী করেননি, নিজেদের মধ্যেও যথেষ্ট ত্রুটি লক্ষ করেছেন এবং দেশের পুনর্জাগরণের জন্য নিরপেক্ষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার উপর গুরুত্ব দেন।[৪৪]

বরিশালে স্বদেশি আন্দোলনের সফলতার কারণে বাংলা কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন ১৯০৬ সালের ১৪ ও ১৫ এপ্রিল বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হলেন অশ্বিনীকুমার। অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন ব্যারিস্টার আবদুল রসুল (১৮৭২-১৯১৭)।[৪৫] সম্মেলন আয়োজন পর্বে অশ্বিনীকুমার বলেছিলেন যে, ১৮৯৫ সাল থেকে বঙ্গদেশের নানা শহরে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়েছে। সেইসব অধিবেশনে বহু গুরুত্বপূর্ণ নেতা সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন, কিন্তু কোনো মুসলমান নেতা এই পদে আসীন হননি। তাই অশ্বিনীকুমার ঠিক করলেন বরিশালের এই সম্মেলনে সভাপতি হবেন বিশিষ্ট মুসলিম নেতা, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল রসুল।[৪৬] অশ্বিনীকুমারের উৎসাহে তিনশত ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দেয়। এই সম্মেলন যাতে কেবলমাত্র শিক্ষিত উচ্চশ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, সেজন্য অশ্বিনীকুমারের নির্দেশে স্বেচ্ছাসেবকরা প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে মানুষকে প্রাদেশিক সম্মেলনের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলে, প্রত্যেকের কাছ থেকে সাধ্যমত অর্থ সংগ্রহ করে সম্মেলনের জন্য ফান্ড গঠন করে। ফলে জেলার দরিদ্রতম মানুষটির কাছেও স্বদেশের বার্তা পৌঁছে যায় এবং ৮০টি গ্রামের প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগদান করে। অশ্বিনীকুমারের ব্যক্তিত্ব ও অক্লান্ত কর্ম, তাঁর সহকর্মীদের কর্মদক্ষতায় সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সমগ্র জেলায় দেশপ্রেমের জোয়ার সৃষ্টি হয়। সম্মেলনে অগণিত দর্শনার্থীর আগমন তারই প্রমাণ বহন করে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সম্মেলনের দিন ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনিসহ শোভাযাত্রা করলে পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জে অনেকে আহত হয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে (১৮৮৪-১৯২৫) গ্রেফতার করে চারশত টাকা জরিমানা করা হয়।[৪৭] সম্মেলন থেকে মুসলমানদের স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান ব্যারিস্টার আবদুর রসুল। বরিশাল সম্মেলনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ব্রিটিশদের সাথে সর্বতোভাবে সংগ্রাম যে অনিবার্য তাঁর আভাস পাওয়া যায়। সভা শেষ হবার পূর্বে ভূপেন্দ্রনাথ বসু ঘোষণা করেছিলেন, আজ থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অবসানের

সূচনা হল।[৪৮] সেদিন থেকে বরিশাল হলো বাংলা তথা ভারতের পুণ্যতীর্থ। এই সম্মেলন বাঙালির মধ্যে সুপ্ত জাতীয়তাবোধ জাগরণে সাহায্য করেছিল এবং সমগ্র ভারতে একটি জাতীয় ঐক্য তৈরিতে সহায়ক হয়।

মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি অশ্বিনীকুমারের সহানুভূতি ও ভালোবাসা এবং রক্ষাকর্তার ভূমিকা বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার অনেক আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমান কৃষক সমাজও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। ঠিক এই কারণেই স্বদেশি আন্দোলন প্রায় সর্বত্র মূলত হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণির আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও বরিশালে মুসলমান জনসমাজের মধ্যে সর্বব্যাপ্ত রূপ লাভ করে। এমনকি ঢাকার নবাবও বরিশালের মুসলিম জনগণকে স্বদেশি আন্দোলন বিরোধী করতে পারেননি। ঢাকার নবাবের হুকুমে বরিশালে নতুন একটি হাট বসানো হয় বিলাতি পণ্য বিক্রয় করার জন্য। সেখানে সরকারের অনুগৃহীত কিছু লোক বিক্রেতা হিসেবে পসরাও সাজায়। কিন্তু মুসলিমরা এই হাটকে বর্জন করে ফলে ক্রেতার অভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। নবাবের কর্মচারীরা প্রভুর আদেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করে-'কি আশ্চর্য্য! তোমরা মুসলমান, তোমরা একটা হিন্দুর কারণে নবাবের হুকুম অমান্য কর?' মুসলিম সাধারণ জনগণ জানতেন অশ্বিনীকুমারই তাদের একমাত্র বিপদের বন্ধু। তাই তারা জবাব দিলেন "আপদে বিপদে রক্ষা করেন বাবু, অকালের (দুর্ভিক্ষ) সময়ে অন্ন পাঠিয়ে দেন তিনি। গ্রামে ওলা-ওঠা লাগলে ওষুধ ও চিকিৎসক পাঠিয়ে দেন তিনি, এতকাল তো কই নবাব আমাদের কোনো খোঁজ খবর রাখেননি, তাঁর হুকুমে বাবুর মনে ব্যাথা দিলে খোদা নারাজ হবেন"।[৪৯] এ প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের মন্তব্য,

> Aswini Kumar is the only person who has a large and devoted following among the masses, while others of that period are, almost all without exception, leaders of the English educated middle class only. [৫০]

বরিশালে ১৯০৬ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় ১০৬টি ত্রাণকেন্দ্র খোলা হয়েছিল। অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে স্বদেশবান্ধব সমিতির নেতারা সরকারি সাহায্য ব্যতীত স্বেচ্ছায় সাধারণ কৃষকদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে প্রশংসা কুড়িয়েছিল। বাংলায় অন্য কোথাও কোন সমিতি এমন অনুরাগ দেখাতে পারেনি। স্বদেশি আন্দোলনের সময় সর্বস্তরের জনগণকে বক্তৃতার পাশাপাশি সরল সংগীত, জারি, যাত্রা, কথকতা ইত্যাদি দ্বারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা হয়। অশ্বিনীকুমার জানতেন, শুধুমাত্র বক্তব্যের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মন জয় করা সম্ভব নয়। বয়কট, স্বদেশি ও অর্থনৈতিক দুর্দশা নিয়ে অশ্বিনীকুমার অনেকগুলো গান লিখেছিলেন। একটি গানে আমরা দেখি-

অন্নপূর্ণা রাজ্য হারে, হা অন্ন হা অন্ন করে
লক্ষীর ঘরে এমন কষ্ট, কে সহিতে পারে
ছিল ধন ধান্যে ভরা, হল এমন কপাল পোড়া
অন্নাভাবে হা হোতহস্মি প্রতি ঘরে ঘরে।[৫১]

তিঁনি বরিশালের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বদেশি গান রচনা করেন। তাঁর রচিত সংগীতগুলো লোকের মনে যুগপৎ ধর্ম ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেছিল। মুসলমানদের আহ্বান জানিয়ে অশ্বিনীকুমার গান বেঁধেছিলেন-

আয় আয় ভাই, আয় সবে মিলে,
হিন্দু-মুসলমান জাতিভেদ ভুলে,
কাঁপায়ে অবনী, ভারত জননী, করিছেন সবে আহ্বান,
আয়রে সকলে, আয় দলে দলে, করিতে হইবে দান,
ধন, জন, মান, প্রাণ [৫২]

অশ্বিনীকুমারের নিজের জনসংযোগই এই বরিশালে স্বদেশি আন্দোলন সফল হওয়ার অন্যতম অনুঘটক। সর্বক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য ছিল আন্দোলনকে গণমুখি করা। গ্রাম-বাংলার অশিক্ষিত - অর্ধশিক্ষিত মানুষের মনের মধ্যে স্বদেশি চিন্তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য ব্রজমোহন স্কুলের ছাত্র যজ্ঞেশ্বর দে-কে তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন স্বদেশি গান এবং যাত্রাপালা তৈরি ও পরিবেশন করতে।[৫৩] অশ্বিনীকুমারের আর্শীবাদ নিয়ে তিনি স্বদেশি যাত্রাদল নিয়ে দেশের কাজে নেমে পড়েন। মুকুন্দদাস যখন কোনো অনুষ্ঠানে স্বদেশি গান গাইতেন, তখন শ্রোতারা ভুলে যেতেন-এটা কি কোনো যাত্রার আসর, নাকি রাজনৈতিক সভা, নাকি ধর্মসভা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তারা গান ও অভিনয় উপভোগ করতেন। মুকুন্দদাসের স্বদেশি গান যাত্রাপালায় কেবল বরিশাল জেলাকে নয় মাতিয়ে তুলেছিলেন সারা দেশকেই।[৫৪] মুকুন্দাসের গান মুসলিম সমাজকেও আলোড়িত করে। মুকুন্দদাস ময়মনসিংহ শহরে পালাগান করতে গেলে প্রখ্যাত মুসলিম নেতা ইব্রাহিম খাঁ সাহেব এক মৌলভীকে যাত্রা দেখতে নিয়ে যান, যিনি যাত্রাকে দোষের মনে করতেন। কিন্তু যাত্রা দেখার পর তিনি মুকুন্দদাসের যাত্রাকে তুলনা করলেন ওয়াজ নছিহতের সঙ্গে।[৫৫] ১৯০৭ সালের এক গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে জানা যায়-

> Babu Aswini Kumar Dutt of Barisal is the patron of a theatrical or jatra party that is now touring through the districts of Faridpur and Bakarganj. This party enacts pieces written in support of the Swadeshi movement and in ridicule of the Government [৫৬]

সেকালে কথকতাও ছিল লোক শিক্ষার অন্যতম শক্তিশালী অস্ত্র। তাই অশ্বিনীকুমার স্বভাবকবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিয়ে বরিশালে নতুন ভাবের কথকতা এবং রামচন্দ্র দাসকে দিয়ে উদ্দীপনামূলক ও দেশাত্মবোধক কবিতা ও গান রচনা করিয়েছিলেন, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বদেশি মন্ত্র প্রচার করা।[৫৭] বরিশালের সাধারণ জনগণের বড় একটা অংশ ছিল মুসলমান। তাদের জন্য গ্রামের সহজ ভাষায় জারিওয়ালা মুসলমানদের দিয়ে লেখালেন স্বদেশি জারিগান। জারিশিল্পী হিসেবে মফিজদ্দিন বয়াতি বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। অসাম্প্রদায়িক অশ্বিনীকুমার সম্পর্কে তপংকর চক্রবর্তী বলেন -

> হিন্দু মুসলিম মিলনের এই অগ্রদূত কখনো মানুষকে মানুষের পরিচয় ছাড়া অন্য কোনো সংকীর্ণ পরিচয়ে দেখতে চান নি। তাই গ্রামের হাজার হাজার অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান বাবুর জন্য মানত করেছে, উপবাস থেকেছে, রোজা রেখেছে। আপামর জনগোষ্ঠীর সাথে গড়ে উঠেছিল প্রাণের নিবিড় সংযোগ। দুর্দিনে, দুর্বিপাকে অশ্বিনীকুমার ছিলেন তাদের পরম ভরসা একমাত্র আশ্রয়।[৫৮]

বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের সাফল্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে অশ্বিনীকুমারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তিনি **১৯০৬** সালে দাদাভাই নৌরাজীর সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশনে যোগ দেন। তিনি ছিলেন এই সম্মেলন কমিটির অন্যতম নির্বাচিত সম্পাদক। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সম্মেলনে বয়কট, জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তিনি **১৯০৭** সালে সুরাটে কংগ্রেসের ত্রয়োবিংশ অধিবেশনেও যোগদান করেছিলেন। তবে উক্ত অধিবেশনে আন্দোলনের কর্মপন্থা নিয়ে মতপার্থক্য হওয়ায় অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে তাঁর অনুসারীরা সভা বর্জন করলে সম্মেলন পণ্ড হয়ে যায়। এই ঘটনার পর **১৯১৫** সাল পর্যন্ত অশ্বিনীকুমার আর কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেননি।

বরিশাল সম্মেলন পণ্ড হবার পর স্বদেশি আন্দোলনের পাশাপাশি বিপ্লবী তৎপরতাও শুরু হয়। এসময় বরিশালে বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতি এবং যুগান্তরের শাখা খোলা হয়। তবে অশ্বিনীকুমার কখনোই আইন ভঙ্গ করে কোনো কিছু করেননি এবং বৈপ্লবিক কর্মপন্থার দিকে ঝোঁকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। আইনানুগ পথে, সহিংসতা পরিহার করে তিনি জনগণের মধ্যে আত্মশক্তি জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে বয়কট বা অস্বীকার করার মধ্যে দিয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ গড়ে তোলাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। শরৎকুমার এ বিষয়ে যথার্থই মূল্যায়ন করেছেন -

> অশ্বিনীকুমারের রাজনৈতিক আন্দোলন কদাচ আইনের সীমা লঙ্ঘন করিত না। গুপ্ত হত্যা দ্বারা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া স্বাধীনতা লাভ করা যায় - একথা তিনি কখনো মনে স্থান দিতেন না। তিনি ধার্মিক, ধর্মের পথ হইতে তিনি রেখামাত্র বিচ্যুত হইতেন না। তিনি ও তাহার শিষ্যগণ ভ্রমক্রমেও কোনোদিন রাজদ্রোহ বা জাতিবিদ্বেষ প্রচার করেন নাই।[৫৯]

অশ্বিনীকুমারের অভূতপূর্ব জনসংযোগ, কর্মপদ্ধতি এবং আন্দোলনের সাফল্য তাঁকে নরমপন্থি ও চরমপন্থি উভয় দলের কাছে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। উভয় ধারার প্রধান নেতারা সমানভাবে তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল বিপিন পালের মতো চরমপন্থি এবং সুরেন্দ্রনাথের মতো নরমপন্থি নেতাকে মিলিত করা। তাঁর সমাজসেবা, দরিদ্র ও আর্ত মানুষকে সাহায্য এবং অহিংস কর্মপদ্ধতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশিষ্ট স্বদেশি নেতা অরবিন্দ ঘোষ তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দের সাথে তুলনা করেছেন।[৬০] ঠিক এই কারণেই ব্রিটিশ রাজশক্তি অশ্বিনীকুমারকে বেশি ভয় পেত। তাদের কাছে পূর্ববাংলা ও আসামের যে কোনো নেতা

ও সংগঠনের চেয়ে অশ্বিনীকুমার এবং তাঁর স্বদেশবান্ধব সমিতি বেশি বিপদজনক ছিল। তাই ১৯০৮ সালে অশ্বিনীকুমারসহ বাংলার আরো নয়জন নেতাকে আটক করে নির্বাসনে পাঠানো হয়। স্বদেশবান্ধব সমিতিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয় এবং সমিতির অফিস ঘরও ভেঙ্গে দেয়া হয়। পরবর্তীতে সরকারি নথিতে স্বীকার করা হয়েছে, যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর বক্তৃতা ছিল অন্য সকলের চেয়ে যথেষ্ট কম বিদ্রোহাত্মক এবং কোনো সরকার বিরোধী কাজে তাঁর নিজস্ব দায়িত্ব নেই। তাঁর অপরাধ হিসেবে বলা হয়েছে যে, দুটি বিপদজনক সংগঠনের তিনি মধ্যমণি-স্বদেশবান্ধব সমিতি ও বি. এম. ইনস্টিটিউশন এবং তিনি মুকুন্দদাসকে স্বদেশি যাত্রাপালায় উদ্বুদ্ধ করে বরিশালের মানুষকে সরকার বিরোধিতায় উৎসাহিত করেছেন।[৬১] ১৯১০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি অশ্বিনীকুমারকে মুক্তি দেয়া হয়। তিনি বরিশালে ফিরে আসার পর রাজা বাহাদুর হাবেলীতে এক বিশাল সভায় তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়। স্বদেশবান্ধব নিষিদ্ধ হওয়ায় জেলার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য জেলা সমিতি স্থাপিত হয়। মুক্তির পর অশ্বিনীকুমার জেলা সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করেন।[৬২] এসময় তিনি বরিশালের শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। বি. এম. কলেজের উন্নয়নের জন্য সরকারি সাহায্যও গ্রহণ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন কর্তৃক তুর্কী খেলাফত আক্রান্ত হলে ভারতের মুসলমানরা খেলাফত আন্দোলন শুরু করে। বরিশালে অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে কংগ্রেসের নেতারা এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন। এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন বসে। অসুস্থ থাকায় অশ্বিনীকুমার অধিবেশনে যোগদান করতে পারেননি। ১৯১৮ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারের প্রেক্ষিতে বোম্বেতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসে। বাংলা ও বাংলার বাইরের বহু নেতার বারবার অনুরোধের কারণে অসুস্থ অশ্বিনীকুমার অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। খেলাফতের পাশাপাশি ভারতে ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। বরিশালের এই আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। তাঁর নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজা বাহাদুর হাবেলীতে (বর্তমানে অশ্বিনীকুমার টাউন হল) প্রকাশ্যে সভা করে।[৬৩] খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে ওঠে ব্রিটিশ সরকার নানাভাবে তা দমনের চেষ্টা করে। এর প্রেক্ষিতে ১৯২১ সালের মার্চ মাসে বিপিনচন্দ্র পালের সভাপতিত্বে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন অশ্বিনীকুমার দত্ত। কংগ্রেসের নতুন গঠনতন্ত্র অনুসারে প্রথমবারের মতো কংগ্রেসের জেলা কমিটি গঠন করা হয়। অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশাল জেলা কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু তিনি এই পদে ছিলেন।[৬৪]

১৯২১ সালের মে মাসে আসামের চা বাগানে কুলিদের উপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে বরিশালে স্টিমার ধর্মঘটে অশ্বিনীকুমার অসুস্থ শরীর নিয়েও সক্রিয় ভূমিকা

পালন করেন। ধর্মঘট পালন করার জন্য অশ্বিনীকুমারকে সভাপতি এবং হীরালাল দাশগুপ্তকে সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।[৬৫] অশ্বিনীকুমারের নির্দেশে বি. এম. স্কুলে ধর্মঘটকারীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবক সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকতো। ধর্মঘট চলে দিনের পর দিন। এই অবস্থায় স্বেচ্ছাসেবকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষা করে চাল-ডাল সংগ্রহ করে এবং রান্না করে তাদের খাওয়ায়। স্টিমার ধর্মঘটের খাটুনির ফলে অশ্বিনীকুমার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯২৩ সালের ৭ নভেম্বর কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুতে বরিশালের রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক ধারা বিনষ্ট হয়ে যায়। তিনি ছিলেন সমাজ পরিবর্তনের পথপ্রদর্শক। তাঁর প্রভাবেই বরিশালের তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলে নতুন চিন্তাধারা বিকশিত হয়। অশ্বিনীকুমারের প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে তাঁর সামাজিক অঙ্গীকার দেখতে পাওয়া যায়। একজন কর্তব্যপরায়ণ, ধর্মভীরু, আদর্শ শিক্ষক অশ্বিনীকুমার বরিশালের সর্বস্তরের জনগণের কাছে মুকুটহীন রাজার পদে আসীন হয়েছিলেন। মাসাইয়ুকি উসাদা লিখেছেন-

> For Aswinikumar, Politics was rather a variation of social service. He was a social worker. He devoted his time, talents and money to the service of his people as an ideal Zamindar of traditional type. [৬৬]

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অশ্বিনীকুমারকে গুরু বলে সম্বোধন করতেন। তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শগত মিল ছিল। দেশবন্ধু মনে করতেন, স্বামী বিবেকানন্দ রাজনীতিতে যে সেবা ও মানবতার প্রচার করেছিলেন তা কাজে পরিণত করেছেন অশ্বিনীকুমার।[৬৭] শেরে বাংলা একে ফজলুল হককে রাজনীতিতে আনার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছিলেন অশ্বিনীকুমার। এ কে ফজলুল হককে পৌরসভার নির্বাচনে জিতিয়ে আনার জন্য সব রকমের সহযোগিতা করেছিলেন তিনি। সর্বভারতীয় রাজনীতিতেও তিনি ফজলুল হককে অনুপ্রেরণা যোগান। বরিশালের বিখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা খান বাহাদুর হেমায়েতউদ্দিন আহম্মদের রাজনীতির সাথে মিল না থাকা সত্ত্বেও সর্ববিষয়ে তিনি সহায়তা প্রদান করেছিলেন।[৬৮] উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের যুগে সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যসেবী, রাজনীতিবিদ, ধর্ম সংস্কারক ইত্যাদি বহুমুখী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যে সমস্ত কর্মযোগী মানুষের আবির্ভাবে বাংলার মাটি পবিত্র হয়েছিল, নিরপেক্ষ বিচারে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের অবস্থান তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে। তাই বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসে অশ্বিনীকুমার দত্ত এক অবিস্মরণীয় নাম।

উপসংহার

অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন আধুনিক বরিশালের নির্মাতা এবং ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও নেতা। বিশেষ করে বরিশালের সাধারণ জনগণের

মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরিতে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে প্রাসাদ রাজনীতি থেকে সাধারণ জনগণের মধ্যে নিয়ে আসার প্রথম কারিগর তিনি । এ জন্য বাংলার মানুষ তাঁকে মহাত্মা উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা, সরল ও উদার প্রকৃতি, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা তাকে বরিশালবাসীর অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। শিক্ষক, রাজনীতিক, সাংবাদিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সুলেখক হিসেবে তিনি বিশ শতকের প্রথমার্ধে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর কর্মকাণ্ডে উপনিবেশ-বিরোধিতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও স্বদেশ চেতনারই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর শৈশব, বেড়ে ওঠা, জীবনযাপন এবং পরবর্তী সমস্ত কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা সামাজিক মঙ্গলবোধ। তাঁর কর্মকাণ্ড প্রসারিত ছিল না সর্ব দেশময়, কিন্তু বিস্তারিত হয়েছিল জেলার মানুষের মনোভূমিতে - যা বিস্তারে বাধা হয়নি ধর্ম, সম্প্রদায় বা আর্থিক ব্যবধান কোনো কিছুই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই অবস্থান থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক এবং উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন আদর্শবাদী নেতা।

টীকা ও তথ্যসূত্র

---

১ শরৎকুমার রায়, *মহাত্মা অশ্বিনীকুমার*, (কলকাতা: চক্রবর্তী চাটার্জি এন্ড কো. লি., ১৯৩৯), ১৭৪-১৭৬।

২ অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)*, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লি., ১৩৯৭), ৬১।

৩ Masayuki Usuda, *Aswinikumar Datta's role in the Political, Social and Cultural life of Bengal,* (University of Calcutta, 1977), 1-2.

৪ পীযুষ কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, "অশ্বিনী কুমার দত্ত ও বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন", *বজ্রশিখায় বাংলা*, (কলকাতা: গণশক্তি, ২০০৫), ২২৫।

৫ শরৎকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, ৩৬।

৬ তপংকর চক্রবর্তী, *অশ্বিনীকুমার দত্ত*, (ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০১৯), ৪৭।

৭ পীযুষ কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, ২২৮।

৮ *ঐ*, ২২৯।

৯ মাসাইয়ুকি উসুদা, "প্রাক-স্বদেশীযুগে অশ্বিনীকুমারের কর্মকাণ্ড", *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ১০ম সংখ্যা, (ঢাকা: ১৯৮১), ৩১।

১০ *ভারতগীতি* অশ্বিনী দত্ত রচিত জাতীয় সংগীতের সংকলন। এটি বরিশালের সত্যপ্রকাশ থেকে মুদ্রিত এবং কালীমোহন চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত। ৪৮ পৃষ্টার বইটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে ৩৮টি জাতীয় সংগীত এবং দ্বিতীয় অংশে ১৯টি ধর্ম সংগীত ছিল। গানগুলোতে সুর দিয়েছেন নন্দকুমার ঘোষ ও মনোমোহন চক্রবর্তী। ভারতগীতি এখন আর

কোথাও পাওয়া যায় না। দেখুন, হীরালাল দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল*, (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৭), ৩২।

১১ মাসাইয়ুকি উসুদা, *প্রাগুক্ত*, ৩১।

১২ সুরেশচন্দ্র গুপ্ত, *অশ্বিনীকুমার*, (বরিশাল: ১৩৩৫), ৩১২।

১৩ Masayuki Usuda, *op. cit*, 160.

১৪ *Report of the Third Indian National Congress,* (Madras: 1887), 102.

১৫ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি (১৯০৫-৪৭)*, (ঢাকা: সংহতি, ২০১৫), ২৪।

১৬ সুরেশচন্দ্র গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, ৩৪৭।

১৭ *ঐ*, ২৩।

১৮ মাসাইয়ুকি উসুদা, *প্রাগুক্ত*, ২৫।

১৯ এ. এস. এম. আবদুল রব, “পুরাতন বরিশাল”, *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৩৭৪), ৯৮।

২০ Md. Habibur Rashid (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers Bakerganj,* Ch. IX, (Dacca: Bangladesh Goverment Press, 1981), 226.

২১ সাইফুল আহসান বুলবুল, *বৃহত্তর বরিশালের ঐতিহাসিক নিদর্শন*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০১২), ৩৯।

২২ পীযুষ কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, ২২৯।

২৩ তপংকর চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, ৪০।

২৪ মাসাইয়ুকি উসুদা, *প্রাগুক্ত*, ১৯।

২৫ স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ, *বাংলাদেশে স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর শিষ্য ও সমকালীন অনুরাগীবৃন্দ*, (ঢাকা: রামকৃষ্ণ মঠ, ২০০৫), ৩৩২।

২৬ মাসাইয়ুকি উসুদা, *প্রাগুক্ত*, ৩৪।

২৭ P Hardy, *The Muslims of British India*, (Cambridge:1972), 149.

২৮ A. R. Mallick, *The Muslims and the Partition of Bengal,* (Karachi: Historical Society, 1963), V0L. 3, 8.

২৯ *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪শে জানুয়ারি, ১৯০৪, ৩।

৩০ মো. মকসুদুর রহমান, *বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালির ঐক্য?*, (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনী, ২০১৪), ২১।

৩১ বরিশাল থেকে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে সাপ্তাহিক *বরিশাল হিতৈষী* ছিল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। ১৮৯৩ সালে ভূতপূর্ব বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় হিতৈষী মুদ্রণযন্ত্র থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। এরপর এটি দীর্ঘ ৬০ বছরের অধিককাল ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। বস্তুত স্বদেশি আন্দোলনসহ ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিলো অসাধারণ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় পত্রিকাটি

অশ্বিনীকুমারের মত অনুসরণ করতো। দেখুন, তপংকর চক্রবর্তী, *বরিশালের সংবাদ ও সাময়িকপত্র*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), ৪২।

৩২ *বরিশাল হিতৈষী*, ১৯ জুলাই ১৯০৫।

৩৩ মো. মনিরুজ্জামান, “স্বদেশী আন্দোলন ও অশ্বিনী কুমার দত্ত”, *স্থানীয় ইতিহাস*, সংখ্যা ৯, ২০১৩, ১২৫।

৩৪ Masayuki Usuda, *op. cit*, 184.

৩৫ *অমৃতবাজার পত্রিকা*, ২৮ জুলাই, ১৯০৫।

৩৬ Masayuki Usuda, *op. cit*, 185.

৩৭ হীরালাল দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, ৪২।

৩৮ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী তীব্র ছাত্র আন্দোলন দমনের জন্য তৎকালীন বাংলা সরকারের মুখ্য সচিব কার্লাইল একটি সার্কুলার জারি করেন। ১৯০৫ সালের ২২ অক্টোবর *The Statesman* পত্রিকায় ‘কার্লাইল সার্কুলার’ প্রকাশিত হয়। এই সার্কুলারে ছাত্রদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার জন্য বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভয় দেখানো হয় সরকারি সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার। এই সার্কুলারের প্রতিবাদে ছাত্রসমাজ প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয় এবং ৪ নভেম্বর ১৯০৫ সালে স্থাপন করে অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি।

৩৯ S Ahmed, *op. cit*, 232.

৪০ মোহাম্মদ আবদুল বাতেন চৌধুরী, “ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বরিশাল: ১৯০৫-১৯২৩”, *জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস*, ভলিউম-১০, ২০২০, ১৫৪ ।

৪১ বিপিনচন্দ্র পাল, *স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত*, (কলিকাতা: বরিশাল সেবা সমিতি, ১৯৬০), ৩৮।

৪২ হীরালাল দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, ৪৬।

৪৩ Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal*, (1903-08), (New Delhi: Peoples Publishing House, 1994), 179-180.

৪৪ মাসাইয়ুকি উসাদা, *প্রাগুক্ত*, ৩১।

৪৫ সত্যেন সেন, *ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৭), ৬০।

৪৬ পীযুষ কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, ২৩৭।

৪৭ Masayuki Usuda, *op. cit*, 219.

৪৮ সমুদ্র গুপ্ত, *বঙ্গভঙ্গ*, (কলকাতা: আনন্দধারা প্রকাশন, ১৩৭৫), ১৭৬।

৪৯ শরৎকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, ১৮২-১৮৩।

৫০ A. C. Guha, *The First Spark of Revolution*, (Orient Longman: 1971), 59-60.

৫১ দূর্গাদাস লাহিড়ী (সম্পাদক), *বাঙালীর গান*, (কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, ২০০১), ৬৮৪।

৫২ বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্গভঙ্গের পূর্বাপর*, (কলকাতাঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., ২০০৬), ৫৮।

৫৩ Md. Habibur Rashid (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers Bakerganj*, Ch. X, (Dacca: Bangladesh Government Press, 1981), 247.

৫৪ জয়গুরু গোস্বামী, *চারণকবি মুকুন্দদাস*, (কলকাতাঃ বিশ্ববাণী, ১৯৭২), ২৬১।

৫৫ ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়, "স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার কয়েকজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব", অনিন্দ্য ভুক্ত (সম্পাদক), *বঙ্গভঙ্গ: স্মৃতিতে ও সত্তায়*, (কলকাতাঃ গ্রন্থমিত্র, ২০০৭), ৯১।

৫৬ *I B Records*, West Bengal, File No. 491 of 1907, 16-17.

৫৭ তপংকর চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, ৩২।

৫৮ *ঐ*, ৪৭।

৫৯ শরৎকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, ১৭৮।

৬০ Sumit Sarkar, *op. cit*, 353.

৬১ *Home Political*-A No.137-199, Feb 1909, Pro No. 142, 79.

৬২ Masayuki Usuda, *op. cit*, 211.

৬৩ মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন (সম্পাদক), *বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, (ঢাকাঃ আঞ্চলিক ইতিহাস ফাউন্ডেশন, ১৯৯০), ৫৪১।

৬৪ Masayuki Usuda, *op. cit*, 360-361.

৬৫ হীরালাল দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, ৭৯।

৬৬ Masayuki Usuda, *op. cit*, 159.

৬৭ তপংকর চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, ৩৭।

৬৮ *ঐ*, ৩৮-৩৯।